এম, পি -৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ এ্যাডঃ মোঃ নুরুল হক দুলাল (৬০), পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী মোল্লা, সাং- ইছাকাটি ২৯ নং ওয়ার্ড, থানা- এয়ারপোর্ট, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে । আমি পেশায় একজন আইনজীবী।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদীর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দেবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

লিপিবদ্ধকারী

১৭-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৬৫ ১৭-০১-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ২১-০২-২৫

১০-০১-২৪

মোকাদ্দমা:- বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-০১, বরিশাল

সি.আর/এম, পি-৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ সুলতান আহাম্মেদ(৮০), পিতা- মৃত আলহাজ্ব মোক্লেসুর রহমান , সাং- কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড, থানা- এয়ারপোর্ট, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে।অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্নীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

অনুলিপি সকল প্রত্যায়িত
[illegible]
সেরেস্তাদার
[illegible] শাখা
সি,এম,এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

০৭-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

১৫৭ / ১৩-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০২-২৪ ২১.০১.২৫

মোকদ্দমা:- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোতয়ালী আমলী আদালত বরিশাল

এম,পি-৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন লিটন @ মোঃ লিটন খান(৫০), পিতা- মৃত আলী আজিম খান , সাং-টুমচর, থানা-বন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে।অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল্ বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

নকল প্রত্যায়িত
১৭-০২-২৪
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট

লিপিবদ্ধকারী

০১-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
২০-০১-২৪

১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.২[illegible]

মোকাদ্দমা: বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত [illegible]-০১, বরিশাল
[illegible], সি - ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ আনিছুর রহমান(৬০), পিতা-মোনাছেফ আলী হাওলাদার, সাং-,দিয়া পাড়া,২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্নীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং-১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

[illegible] সকল প্রত্যায়িত
১৭-০১-২৪
[illegible]
[illegible] শাখা
[illegible] এম কোর্ট
বরিশাল।

এই আমার জবানবন্দী ।

লিপিবদ্ধকারী
মোঃ [illegible]
০৯-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭ / ১০-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.২৪

(মোকাদ্দমা:- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-০১, বরিশাল

এম, পি- ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ আঃ হালিম (৬৫), পিতা- মৃত মকবুল আহম্মেদ , সাং-কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্নীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

প্রতিলিপি নকল প্রত্যায়িত
১৭.০১.২৪
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

মোঃ [signature]

১৫-১১-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

২৭
১৩-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.২৪

মোকাম:- বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোতয়ালী আমলী আদালত-০১,বরিশাল

এমপি- ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন (৪০), পিতা- আঃ রব রাঢ়ী , সাং-কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পুরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং-১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

সহিমোহর নকল প্রত্যায়িত
১৭.০১.২৪
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
চীফ মেট্রো কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

২৭-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

২৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২১:০.৫

মোকাদ্দমা- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোতয়ালী আদালত-০১, বরিশাল

সি আর, পি- ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (৫০), পিতা- মৃত নূর বক্স, সাং-ইছাকাঠি,২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অমি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত মেজর। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী অল-বাকী ইবনে হকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী অল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ-লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, পোষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী।

সকল প্রত্যায়িত
17.01.24
কোর্ট

লিপিবদ্ধকারী

১৯-১১-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
৩০-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২২.৩.

সোবাহান:- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ভিজিলেন্স আদালত-০১,
এমপি- ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ কাজী কবির আহমেদ (৪৪), পিতা- মৃত কাজী রুস্তম আলী, সাং-ইছাকাঠি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং-১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

প্রতিলিপি নকল প্রত্যায়িত
17.01.24
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

এই আমার জবানবন্দী ।

লিপিবদ্ধকারী

২১-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬